আমার শহর

বিয়ের বেনারসী প্রচুর নতুন ষ্টক
মলমল শাড়ী ₹ 299/- টাকা মাত্র
হ্যান্ডলুম শাড়ী MRP- 900/- ₹ 457/- টাকা মাত্র
ঢাকাই জামদানি MRP- 1625/- ₹597/- টাকা মাত্র
ভাগলপুরী শাড়ী MRP- 760/- ₹ 397/- টাকা মাত্র (Plain Body)
লিনেন শাড়ী প্রচুর নতুন ষ্টক
আর. জী. বস্ত্র বিপনী
BANGKOK TOUR
Lucky Coupon will be issued on Purchase of Rs. 2000/-
শাড়ীর মেলা ষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী যেটা খুশি সেটা পরুন
কাকিনারা সিল্ক | অরগেঞ্জ সিল্ক | বিশ্ব বাংলা সিল্ক | স্বর্ণচুরী | তানচুই সিল্ক
পিওর কাঞ্জিভরম | কাতন সিল্ক | Soft জামদানি | পিওর হ্যান্ডলুম | কেরল সিল্ক
বালুচরী বিষ্ণুপুরী সিল্ক | পিওর ভাগলপুরী লিনেন | ইক্কত সিল্ক | পিওর সিল্ক বুটিক
রেপিয়র সিল্ক MRP- 2450/- ₹1260/- টাকা মাত্র
জয়পুরী 90x100 (Double Bed sheet) মাত্র 187/-
বোম্বে মিলের (Double Bed Sheet With Pillow Cover) মাত্র 296/-
মহিলা-পুরুষদের FASHION COUNTER
বাচ্চাদের COUNTER
RG পাঞ্জাবী / RG শার্ট-প্যান্ট
Branded জিন্স প্যান্ট / কুর্তি-চুড়িদার-লেহেঙ্গা
আর. জী. বস্ত্র বিপনী
MAHABIRSTHAN | S. F. ROAD | NEW CINEMA ROAD | CITY CENTRE
BURDWAN ROAD | SEVOKE ROAD | SETH SRILAL MARKET
www.rgbastrabipani.com | facebook.com/rameswardasgopiram
Ph : 9064195559

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : যানজটকে কাজে লাগিয়ে যানবাহন থেকে হামেশাই সামগ্রী গায়েব করে নিচ্ছে কিছু সমাজবিরোধী। ঘটনায় অতিষ্ঠ শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান, নিউ সিনেমা রোড সহ আশপাশের এলাকার ব্যবসায়ীরা। অভিযোগকারী ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, দুষ্কৃতীরা যানজটের অপেক্ষায় থাকছে। যানজট হলেই যানবাহনের পেছন থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে ভিড়ের মধ্যে উধাও হয়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়ির পুলিশের এসিপি (পূর্ব) শুভেন্দ্র কুমার বলেন, 'ওই এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হবে।'

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শনিবার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিএম। দলীয় নেতা জয় চক্রবর্তী বলেন, 'সাধারণ মানুষকে ভ্যাকসিন না দিয়ে তৃণমূল দলবাজি করে নিজেদের লোককে ভ্যাকসিন দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের এদিনের মিছিল।' এদিনের মিছিলটি টিকিয়াপাড়া মাঠ থেকে দেশবন্ধু কলোনি, হঠাৎ কলোনি, মজদুর কলোনি সহ ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে টিকিয়াপাড়া মাঠেই শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন তুফান ভট্টাচার্য, বাবলি খাতুন প্রমুখ।

SILIGURI PHARMACY
FREE HOME DELIVERY
20% DISCOUNT ON MEDICINE
TIME: 7AM-11PM EVERYDAY
ORDER AT
9933 990 001
NETAJI MORE, SUBHASH PALLY, SILIGURI

সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-এর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৮৭তম স্থানাধিকারী রিকি আগরওয়ালের বাবা সুভাষচন্দ্র আগরওয়াল ও ভাই বিকাশ আগরওয়ালকে সংবর্ধনা দিল উত্তরবঙ্গ হিন্দিভাষী সমাজ। শনিবার শিলিগুড়িতে একটি মার্কেট কমপ্লেক্সে রিকির বাবার দোকানে যান সংগঠনের সদস্যরা। সেখানেই ওই দুজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'রিকি বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন। উনি উত্তরবঙ্গে এলে একটা বড় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। আমরা চাই উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে রিকি রোল মডেল হয়ে উঠুন।'

যুবক গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : নেশার ইনজেকশন সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ১০১টি ইনজেকশনের ভায়াল উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার রাতে ইসকন রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে।

বুকের মধ্যে শিলিগুড়ি : কী চাই, কী চাই না

প্রিয় শহর শিলিগুড়ির কথা ভাবলে কোন কথাগুলো মনের ভিতরে দানা বাঁধে? তাঁর উত্তর খুঁজছে এই বিশেষ কলাম। লিখছেন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। আজ কলম ধরেছেন বাচিকশিল্পী ডাঃ পার্থপ্রতিম পান

নিংড়ে নিচ্ছি সবাই, ফেরানোর দায় কার

শিলিগুড়ি হল 'রূপসী বাংলা'র মুখ। এই মুখ আমার হৃদয় হরণ করেছে। শরতে ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা আমাকে ডাক দেয়। এক ছুটে পৌঁছে যেতে পারি পাহাড়ের নিস্তব্ধতায়, জঙ্গলের আদিমতায়। এই জনপদের মানুষ একটু অলস ঠিকই, কিন্তু সহজ। এই শহর পাহাড়, হিন্দি বলয়, বাংলাদেশ, বর্মা, অসমের ছিন্নমূল মানুষকে আত্মীয় করেছে, উদার চিত্তে গ্রহণ করেছে। মেদিনীপুরের দোখনে মানুষ আমি। মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করতে এসে আজ মিশে গিয়েছি উত্তরের সাধারণ মানুষ আর শিল্পসংস্কৃতি জগতের সঙ্গে। শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে। এই মুহূর্তে নাচ, গান, আবৃত্তি, ছবি, নাটক বা লেখালেখির জগতে কলকাতার সঙ্গে সমানে টক্কর দিচ্ছে শিলিগুড়ি।

সংস্কৃতি চর্চা পরস্পরের আদানপ্রদানে সমৃদ্ধ হয়, কলকাতার রবীন্দ্রসদন চত্বরের মতো একটা অঙ্গন খুব দরকার। দীনবন্ধু মঞ্চ সব ধরনের অনুষ্ঠানের উপযোগী নয়। চাই শ'দুয়েক আসনবিশিষ্ট আধুনিক সভাঘর। সেখানে ছোটো অনুষ্ঠান এবং যে কোনও সভা হতে পারে।

শিলিগুড়ির রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘদিনই পথ প্রদর্শক। যে রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ শিলিগুড়ি চর্চা করে তা সারা বাংলা অনুসরণ করতে পারে।

এই শহরের কিছু সমস্যা আছে, কিছু সমস্যা বাড়ছে। শিলিগুড়ি পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে মর্যাদা পায়নি। তার দায় শুধু প্রশাসনকে দিলে চলবে না, সবাইকেই সহনাগরিকের কথা ভেবে নিজেদের অনেক কুঅভ্যাস পালটাতে হবে। দূষণ ক্রমশ বাড়ছে, বায়ু দূষণ এবং শব্দ দূষণ। শিলিগুড়ির বাতাসের গুণমান যা পঞ্চাশ বা খুব বেশি হলে একশোর নীচে থাকা স্বাস্থ্যকর, সেটা গড়পরতা ৩৪৪ থাকছে। ই-স্কুটার, ব্যাটারিচালিত গাড়ি এবং অটোর ব্যবহার বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে, হর্ন ব্যবহার কমাতে কঠোর হতে হবে, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আর রাজনীতিকে মেলালে কোনওদিনই সুরাহা পাওয়া যাবে না। পার্কিং সমস্যার স্থায়ী সমাধান দরকার। নিকাশি ব্যবস্থা এবং পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নতির অবকাশ আছে। কিছু ছোট রাস্তা কঠোরভাবে সব যান চলাচল নিষিদ্ধ করে পথচরীদের জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আমরা ডাক্তাররা সবাইকে নিয়মিত হাঁটতে পরামর্শ দিই। অথচ যাঁরা হাঁটতে চান তাঁদের হাঁটার উপায় নেই। প্রাণ হাতে করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিশেষভাবে সক্ষম এবং অসুস্থ মানুষ রাস্তায় বেরোন।

শিলিগুড়ি বহরে বাড়ছে বাড়ুক, কিন্তু সবুজ নষ্ট করে যেন এই বৃদ্ধি না হয়, তাহলে সেটা শ্রীবৃদ্ধি হবে না। বিদ্যুতের তার মাটির তলা দিয়ে গেলে প্রতিবছর অনেক গাছের নির্মম অঙ্গচ্ছেদ রোখা যায়। বহুতল আর বাড়তে দিলে শিলিগুড়ির দম আরও বন্ধ হয়ে যাবে। যে কোনও মূল্যে মূল রাস্তা চওড়া করা দরকার এবং দ্রুত কিছু ফ্লাইওভার দরকার। বাগরাকোটে রেললাইনের ওপর একটা ফ্লাইওভার হলে কোর্ট মোড়, হাসমি চকের যানজট অনেকটা কমতে পারে।

বাঘা যতীন পার্কের একুশে স্মারকের সামনে লেখক। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

> সারা রাজ্যের মধ্যে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরেই পথপ্রদর্শক। যে রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ শিলিগুড়ি চর্চা করে তা সারা বাংলা অনুসরণ করতে পারে।

শিলিগুড়ি চকচকে হচ্ছে কিছু মলের দৌলতে, আর এখানে চাকরি বলতে শুধু সেলস-এর চাকরি। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের ভালো পড়াশোনা করিয়ে বেঙ্গালুরু বা বিদেশে পাঠিয়ে নিজেরা বৃদ্ধ বয়েসে একা থাকার মনে মনে প্রস্তুতি নেন। আশু প্রয়োজন কিছু শিল্প, বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প, যাতে পরের প্রজন্ম শহর ছাড়তে বাধ্য না হয়।

যাঁরা বিকেলে আমাদের কাছে স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসেন, তাঁদের দেখেছি একটু দেরি হলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন, কেননা শিলিগুড়ি থেকে সন্ধের পর মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, বীরপাড়া বা কালিম্পং যাবার পরিবহণ সহজে মেলে না। বিভিন্ন রুটে অন্তত প্রতি ঘণ্টায় লোকাল বা প্যাসেঞ্জার ট্রেন চললে মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হবে, বাণিজ্যও বিকাশলাভ করবে।

শিলিগুড়িকে বলা হয় বাণিজ্যনগরী, তাতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু বাণিজ্য একতরফা হলেই দোষের, কারণ বাণিজ্য মানে আদানপ্রদান। শহরটাকে নিংড়ে নিচ্ছি সবাই, বিনিময়ে কিছু ফিরিয়ে দেওয়াটা, পরের প্রজন্মের জন্য শহরটাকে আরেকটু বাসযোগ্য করে তোলাও আমাদের নৈতিক দায়।

শিলিগুড়িকে প্রাণ থেকে ভালোবেসে ফেলেছি, চাই এই শহর বেড়ে উঠুক অন্তরে, বাইরেও। তাই কী কী পেলে ভালো হয় বললাম। কিন্তু শেষে কবিগুরুর কথায় বলি, 'যা পেয়েছি, যা দেখেছি, তুলনা তার নাই'।

কুমোরটুলিতে প্রতিমায় রংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। ছবি : তপন দাস

চাহিদা ছোট প্রতিমার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : আবহাওয়ার পরিবর্তনের মতোই আড়াই সপ্তাহে বদল ঘটেছে শিলিগুড়ির কুমোরটুলির দৃশ্যের। করোনা পরিস্থিতিতে প্রতিমা গড়া নিয়ে একসময় দুশ্চিন্তায় ছিলেন মৃৎশিল্পীরা। তবে এবার অনেক পুজো কমিটি ছোট একচালার প্রতিমার খোঁজে হাজির হচ্ছেন কুমোরটুলিতে। মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের কথা মাথায় রেখে এবার ৩০টি শিল্পালয় মিলিয়ে ৪৫০টি প্রতিমা গড়া হয়েছে। ৯০ শতাংশ প্রতিমাই একচালার। এরমধ্যে ৩৫০টি প্রতিমার উচ্চতা ৭ থেকে ৯ ফুটের মধ্যে। বাকি প্রতিমার উচ্চতা ৭ ফুটেরও কম। তবে বেশ কিছু উদ্যোক্তাকে ফিরিয়ে দিয়ে মৃৎশিল্পীদের অনেকেই মনে করছেন, ৭ ফুটের নীচের প্রতিমা আরও বেশি গড়লে লাভ হয়তো বেশি হত।

পুজোর সময় করোনা পরিস্থিতি কী হবে, এতদিন সেই ভেবে হাত গুটিয়ে বসেছিল অনেক পুজো কমিটি। তাঁদের দেখা না পেয়ে আশঙ্কায় পড়েছিলেন মৃৎশিল্পীরাও। তাই ৯ ফুটের বেশি লম্বা প্রতিমা গড়ার দিকে আগ্রহ দেখাননি তাঁরাও। একটা সময় টাকার অভাবে যাঁরা কেবল নিয়মরক্ষার পুজোর আয়োজনের চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন, সেই উদ্যোক্তারাই এখন একচালার প্রতিমার খোঁজে ভিড় জমাচ্ছেন কুমোরটুলিতে। তাঁদের দেখা পেয়ে হাসি ফুটেছে মৃৎশিল্পীদের মুখে।

শিল্পী অশোক পাল বলেন, 'এক সময় ভেবেছিলাম সব প্রতিমা হয়তো বিক্রিই হবে না। আনন্দের কথা, সব প্রতিমার বায়না হয়ে গিয়েছে। তবে ৭ ফুটের ছোট প্রতিমা পাঁচটার জায়গায় ১০টা বানালে, তাও বিক্রি হয়ে যেত।' তিনি ইতিমধ্যেই ছোট একচালার প্রতিমা বায়না করতে আসা পাঁচজনকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। একই অবস্থা নিলু পালের শিল্পালয়েও। তাঁর কথায়, 'রাজ্য সরকারের তরফে পুজোয় অনুদানের ঘোষণার পরেই ক্লাবগুলি আসতে শুরু করেছে। এবার গ্রামাঞ্চল থেকেও পুজো উদ্যোক্তারা আসছেন। তাঁরা ৭ ফুটের নীচে একচালার প্রতিমার খোঁজ করছেন।' গ্রাম থেকে প্রতিমার বায়না দিতে পুজো উদ্যোক্তাদের কুমোরটুলি আসার পেছনে শিল্পীর যুক্তি, 'এক সময় পরিস্থিতি নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় গ্রামাঞ্চলের শিল্পীরা বেশি প্রতিমা তৈরি করতে সাহস পাননি। তাই সেখানকার পুজো উদ্যোক্তারা বায়না করতে কুমোরটুলিতে ছুটে আসছেন।'

শিল্পী নারায়ণ পালের কথায়, 'যা প্রতিমা তৈরি করেছিলাম, তার ওপরই এখন নজর রাখতে চাইছি। নতুন করে বায়নার চাপে প্রতিমা তৈরি করতে গিয়ে এতদিন ধরে গড়া প্রতিমাগুলির বাকি থাকা কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না।' সমিতির সভাপতি অধীর পাল বলেন, 'অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রতিমা তৈরির সাহসের ফল এখন পাওয়া যাচ্ছে।'

রোগনির্ণয়ে অগ্রগন্য ভূমিকায়..
বি.এস.ডায়গনস্টিক সেন্টার
বিধান রোড, শিলিগুড়ি, ফোন: 9733305372 | পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি, ফোন: 9733305672
WWW. bsdcslg.com B S Diagnostic Bsdc

> এক সময় ভেবেছিলাম সব প্রতিমা হয়তো বিক্রিই হবে না। আনন্দের কথা, সব প্রতিমার বায়না হয়ে গিয়েছে। — অশোক পাল মৃৎশিল্পী

দিনের আলোয় জুয়ার আসর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভাইয়া খেলেঙ্গে? ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই জনাচারেক যুবকের হাতছানি। 'দাদা খেলেঙ্গে তো জরুর জিতেঙ্গে।' বাইক থামিয়ে কাছে যেতেই দেখা গেল ব্যস্ত রাস্তার ওপর প্লাস্টিকের ফ্লেক্স পেতে ঘুটঘুটি সাজিয়ে চলছে জুয়ার আসর। তাও আবার দিনদুপুরে। যুবকদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'যা টাকা জুয়ার দানে লাগাবেন, তার দ্বিগুণ জিতে ফিরতে পারবেন।' এমন সুযোগ আর পাবেন না।' পুলিশ বাধা দেয় না? প্রশ্ন করতেই একজন দাবি করে, 'পুলিশ এই পথে আসে না।' জুয়ার আসরের ছবি ক্যামেরাবন্দি করা শুরু করতেই বাধা। 'ছবি তুলবেন না। খেলতে না চাইলে চলে যান। ছবি তুললে খারাপ হয়ে যাবে।'

শিলিগুড়ির ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের শিউমঙ্গল মেমোরিয়াল হাইস্কুলের সামনের রাস্তায় দিনের বেলাতেই চলছে জুয়া খেলা। ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত বঙ্কিমনগর, শাস্ত্রীনগর এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে এই কারবার চললেও পুলিশের তরফে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা হয় না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ি কাউন্সিলার তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা রবি রায় বলেন, 'এর আগে ভক্তিনগর থানায় মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন জুয়ার আসর বন্ধ ছিল। গত দু'-তিনদিন ধরে আবারও জুয়ার কারবার শুরু হয়েছে। পুলিশ যাতে পদক্ষেপ করে তার জন্য শীঘ্রই থানায় লিখিত অভিযোগ জানাব।' শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এসিপি (পূর্ব) শুভেন্দ্র কুমার বলেন, 'যারা এই অবৈধ কারবার চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

শিউমঙ্গল মেমোরিয়াল হাইস্কুলের সামনের রাস্তায় চলছে জুয়া খেলা। -সংবাদচিত্র

শহরে চাঁদার জুলুম রুখতে কড়া পুলিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : চাঁদার জুলুমবাজি, রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চাঁদার নামে তোলাবাজি কিংবা বাড়িতে গিয়ে হুমকি, অভিযোগ পেলেই বাতিল হতে পারে পুজোর অনুমতি। শুধু তাই নয়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ। ইতিমধ্যে ক্লাবগুলিকে ডেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ক্লাবের পদাধিকারীদের মাধ্যমে বাকি সদস্যদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। প্রত্যেকটি থানাও বৈঠক ডেকে ক্লাবগুলিকে সতর্ক করেছে।

শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা বলেন, 'পুজোর সময় কেউ চাঁদার জন্যে জুলুম করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রতি বছরই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজির অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা আটকে গাড়ি, টোটো, অটো থেকে চাঁদা তোলা হয়। একাধিক সময় দেখা গিয়েছে, চাঁদার জন্যে টোটোর যাত্রীদেরও হেনস্তা করতে। পাশাপাশি, জাতীয় সড়কের ধারে থাকা পুজোগুলি রাতে লরি থামিয়ে চাঁদা তোলে। আবার কোনও কোনও পুজো কমিটি বাড়ি বাড়ি চাঁদা কাটতে গিয়ে জুলুমবাজি করে বলে অভিযোগ। এর আগে এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার অভিযোগও হয়েছে। সম্প্রতি গণেশপুজো এবং শনিপুজোর জন্যেও রাস্তা আটকে চাঁদা তোলা হচ্ছিল। কেউ দিতে না চাইলে তাঁকে হেনস্তা করা হচ্ছিল। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপারের অফিসের কাছের রাস্তাতেই শনিপুজোর জন্যে রাস্তা আটকে চাঁদা তোলা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শহরের সমস্ত থানাকে ডেকে সতর্ক করে দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার।

অন্যদিকে, চলতি বছর ৬১৮টি পুজো কমিটিকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এই সংখ্যাটি গত বছর ৬১৯ ছিল। একটি পুজো কমিটিকে এবছর অনুমতি দেওয়া হয়নি, নাকি তারা নিজেরাই আবেদন করেনি, তা নিয়ে জল্পনা দেখা দিয়েছে। গত বছর এবং তার আগের বছর বেশ কয়েকটি পুজো কমিটির বিরুদ্ধে রাস্তায় জোর করে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছিল। কয়েকটি পুজো কমিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। বাদ পড়া পুজো কমিটিগুলির মধ্যে একটি কিনা, তা নিয়েও জল্পনা দানা বেঁধেছে।

অন্যদিকে, পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে শহরের পুজো কমিটিগুলি। শক্তিগড় উজ্জ্বল সংঘের পুজো কমিটির সম্পাদক মিঠুন দাস বলেন, 'কোভিড আবহে মানুষের হাতে টাকা নেই। তাই আমরা কাউকে চাঁদার জন্যে জুলুম করছি না। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

> কোভিড আবহে মানুষের হাতে টাকা নেই। তাই আমরা কাউকে চাঁদার জন্যে জুলুম করছি না। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।
> —মিঠুন দাস
> সম্পাদক, উজ্জ্বল সংঘ পুজো কমিটি

অন্তর্বাসের যুদ্ধে জয়ী লাক্স কোজি

নিউজ ব্যুরো, ২৫ সেপ্টেম্বর : অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপন নিয়ে আইনি যুদ্ধে জয়ী হল লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। সম্প্রতি লাক্স কোজির অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেন বরুণ ধাওয়ান। ওই বিজ্ঞাপনের বিষয়ে একটি অন্য সংস্থার তরফে 'অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'য় (এএসসিআই) অভিযোগ জানানো হয়। এএসসিআই রায় দিয়েছে, ওই সংস্থার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে লাক্স কোজির বিজ্ঞাপনের কোনও সাদৃশ্যই নেই। লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সাকেত টোডি এবং উদিত টোডি দুজনই বলেন, 'এই রায়ে প্রমাণ হল, সত্য ও বিশ্বাসের ওপর আমাদের ব্র্যান্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : শনিবার শিলিগুড়ির চম্পাসারি মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম শৈলেশ ছেত্রী (৪২)। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের বাড়ি কার্সিয়াং হলেও কর্মসূত্রে তিনি গুরুংবস্তিতে থাকতেন। এদিন সকালে চম্পাসারি মোড়ে স্কুটার নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি ছোট পণ্যবাহী গাড়ি শৈলেশ ছেত্রীকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পুজোর আগে ভিড় জমছে, ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর বাকি আর দু'সপ্তাহ। তার আগে শুধু পোশাক বা জুতো নয়। সঙ্গে চাই মানানসই গয়না। তার উপর আবার ত্বকের যত্ন মাস্ট। বাদ পড়ছে না রকমারি ক্রিমও। ধীরে ধীরে ভিড় বাড়ছে প্রসাধনী সামগ্রীর দোকানে। কোভিড পরিস্থিতিতে ব্যবসা তলানিতে ঠেকলেও এখন কিছুটা চওড়া হয়েছে প্রসাধনী ব্যবসায়ীদের মুখের হাসি।

কোভিড পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, হংকং মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট সহ শহরের বিভিন্ন বাজারের প্রচুর সংখ্যক প্রসাধনী ব্যবসায়ী চরম সংকটে পড়েছিলেন। ঘরবন্দি পরিস্থিতি ও বাইরে বের হলেও মাস্কের আড়ালে মুখ থাকায় প্রয়োজন ছিল না তেমন মেকআপের। তাই অনেকেই দূরত্ব বাড়িয়েছিলেন এমন দোকানগুলি থেকে। কিন্তু পুজো কড়া নাড়তেই ক্রেতাদের আগমনে হাসি ফুটছে ব্যবসায়ীদের মুখে।

লাল রংয়ের শাড়ির সঙ্গে মানানসই চুড়ি ও কিছু প্রসাধনী সামগ্রী কিনতে বিধান মার্কেটে এসেছিলেন শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সায়নী দত্ত। বেশ কয়েকটি দোকান ঘুরে সায়নী পছন্দ মতো চুড়ি ও সঙ্গে কানের দুলও কিনলেন। তাঁর কথায়, 'অনেকদিন বাজারে আসা হয়নি। তবে পুজোর আগে কেনাকাটা তো করতেই হয়, তাই করেই ফেললাম।'

> পুজোতে সুন্দর করে সাজতে বেশ কিছু জিনিস কিনলাম। রূপচর্চার সামগ্রী ছাড়াও অনেক কিছু কেনা হয়েছে।
> —মৌলি পাল, গৃহবধূ

শুধু সায়নী নন, অনেকেই প্রসাধনীর দোকানগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন। পুজোর জামার সঙ্গে মানানসই কানের দুল, মালা, চুড়ি, চুলের গজরা কিনতে আসছেন

মহিলারা। এর সঙ্গে ত্বকের যত্ন নেওয়ার ক্রিম তো রয়েছেই এবারের লিস্টে। কারণ ট্রেন্ড 'নিউড' মেকআপের। ফলে ত্বক তো ঝলমলে রাখতেই হবে।

গৃহবধূ মৌলি পালও নিজের বোনের সঙ্গে পুজোর কেনাকাটায় এসেছিলেন। বিশেষ করে প্রসাধনী সামগ্রী কিনতেই এদিন তাঁদের বাজারে আসা। পুজোর আগে সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি লিপস্টিক, নেইল পালিশ সহ আরও অনেক রূপচর্চার সামগ্রী কিনে ফেললেন। তিনি বলেন 'পুজোতে সুন্দর করে সাজতে বেশ কিছু জিনিস কিনলাম। রূপচর্চার সামগ্রী ছাড়াও অনেক কিছু কেনা হয়েছে।'

করোনার চোখরাঙানিতে ব্যবসায়ীদের মন খারাপ হলেও তাঁরা পুজোর বাজারের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। বিধান মার্কেটে প্রসাধনীর বিভিন্ন জিনিসের ডালা সাজিয়ে বসা শিবু সাহার কথায়, 'অনেক দিন ব্যবসা ভালো চলছিল না। ক্রেতারাও আসছিল না। তবে পুজোর আগে ব্যবসার গতি ফেরার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন ক্রেতারা আসতে শুরু করেছেন। আশা করছি পুজোর আগে ব্যবসা ভালোই যাবে।'

করোনা ছাড়াও আরেকটা জিনিস যেন থাবা বসিয়েছে ব্যবসায়ীদের জীবনে। তা হচ্ছে অনলাইন শপিং। আজকাল চাল থেকে জামা, সবকিছুই মেলে অনলাইনে। প্রসাধনী সামগ্রীর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয় অনলাইন সাইটগুলি। বাড়ির আরামকেদারায় বসে এক 'ক্লিকে'-ই বাড়ির দরজার সামনে জিনিস পেলে অনেকেই আর বাজারমুখী হতে চাইছেন না। এতে স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসায় প্রভাব পড়েছে বলে জানান অনেক ব্যবসায়ী। প্রসাধনী সামগ্রীর বিক্রেতা সৌরভ সাহার বক্তব্য, 'এই অনলাইনে বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে প্রসাধনী সামগ্রী কেনাকাটায় আমাদের ক্রেতার সংখ্যা কমে গিয়েছে। তার উপরে করোনার প্রভাব তো রয়েইছে।'

পুজোর আগে লাভের মুখ দেখার আশায় রয়েছেন প্রসাধনী ব্যবসায়ীরা। তবে অনলাইনের সুবিধে ও করোনার ভয়ে ক্রেতারা কতটা বাজারমুখী হবেন, সেটাই এখন দেখার।

AASTHA MEDICAL
20% DISCOUNT ON MEDICINE
FREE HOME DELIVERY
*T&C Apply
Order Now
WE'VE GOT SILIGURI COVERED
We deliver across 2 km from our store
9932320002 / 9832434352
Free Home Delivery (Minimum Order Rs. 1000)
BAGHAJATIN PARK, SBI COURT BRANCH, SILIGURI
SEVOKE ROAD, SPECTRUM HOUSE SILIGURI